স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া দুই পর্যটকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘা ও উদয়পুরে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে সলিল সমাধি ঘটল দুই পর্যটকের। সোমবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতদের মধ্যে সোনু চৌধুরীর (১৮) বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোয়াপাড়া থানার গোপিনাথ জি রোডে। অপরজন অঙ্কিত আগরয়ালের (১৭) বাড়ি ঝাড়খন্ডের কালিন্দি থানার এলাকার কাদরমাতে। দিঘার মোহনা এলাকা থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্যে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোয়াপাড়া থানার গোপিনাথ জি রোডের শ্যামনগর এলাকা থেকে ৪০ জনের একটি পর্যটকদল বাস ভাড়া করে দিঘায় বেড়াতে এসেছিল। বিকালের দিকে পুরানো দিঘার জগন্নাথ ঘাটের কাছে অন্যান্য কয়েকজন পর্যটকের সাথে স্নান করার সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় তলিয়ে যায় সোনু। ঘটনাটা জানার পরে স্নানঘাটে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নুলিয়ারা খোঁজ করেও তার সন্ধান পাননি। এর পরেই দিঘা থানায় নিখোঁজ ডায়রি করেছিল তার সাথে আসা অন্যান্য পর্যটকরা। এর পর সোমবার সকালে দিঘা মোহনা এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সোনুর সাথে আসা পর্যটকেরা মৃতদেহ সনাক্ত করেন। এর কিছু পরে ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে আরও এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পরে জানা যায় রবিবার ঝাড়খন্ডের কালিন্দি থানা এলাকার কাদরমা থেকে একটা পরিবার দিঘায় বেড়াতে এসেছিল। উদয়পুরের কাছে স্নান করার সময় অঙ্কিত আগরওয়াল জলে ডুবে যায়।

নুলিয়ারা সমুদ্রে তল্লাশি চালিয়েও তার সন্ধান পাননি। এরপরেই তালসারি কোস্টাল থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। খবর পেয়ে তাঁরা দিঘা মোহনায় এসে অঙ্কিতের দেহ সনাক্ত করেন। দিঘা থানার ওসি বাসুকি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দিঘা মোহনা থানা এলাকায় সমুদ্রতট থেকে দুটি যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেরিতে হলেও দুই জনেরই পরিচয় উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্যে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মন্দিরে চুরি, এলকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবোদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়ার ডালিম্ব চক গ্রামে রবিবার গভীর রাতে স্থানীয় গৌরাঙ্গধাম মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকালে ঘটনাটা নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গেছে, এদিন ভোর রাতে মন্দিরে আরতি করতে এসে পুরোহিত দেখেন মন্দিরের গ্রিল গেট খোলা। জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীরা গেট কেটে ভেতর ঢুকে প্রণামীর বাক্স ও বিগ্রহের শরীরে থাকা রূপার গহনা নিয়ে পালিয়েছে। এর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। চুরির খবর পেয়ে ভোর রাতেই মন্দির কমিটির সদস্যরা ও স্থানীয় গ্রামবাসী মন্দিরে ছুটে আসেন। ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-কাঁথি রাজ্যে সড়কের এগরা-২ ব্লকের বাসুদেপুর পঞ্চায়েতের ভবানীচক এলাকায় প্রায় প্রতিদিন ছোট বড় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার জেরে সাধারণ মানুষ আহত-নিহত হন। এর কারণে চিন্তিত প্রশাসন। তাই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে সোমবার ভবানীচকে এলাকার বিধায়ক সমরেশ দাসের সাথে হাজির হয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি হুমায়ুন কবীর, ডিসি ট্রাফিক, সি আই সুদীপ ব্যানার্জী, ওসি কৃষ্ণেন্দু প্রধান। স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফে পীযূষ চক্রবর্তী, দেবাশীষ রায়, স্থানীয় রেড রোজ ক্লাবের নিখিলেশ দাস, পূর্ত দফতরের আধিকারিকেরা ছিলেন। স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলার পাশাপাশি রাস্তার মাপ নেওয়া হয়। জানা গেছে, দুর্ঘটনা কমাতে কয়টি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে স্থানীয় থানাকে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ পর্যায়ের এই প্রতিনিধি দল।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এ আই ইউ টি ইউ সি-এর বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার শ্রমিক সংগঠনের এ আই ইউ টি ইউ সি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির আহ্বানে প্রায় দুই শতাধিক শ্রমজীবী মানুষ জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সামিল হন। তাঁরা জেলাশাসকের কাছে ওই সংক্রান্ত একটি দাবিপত্র পেশ করেন। কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী, সম্পাদক মধুসূদন বেরা, জ্ঞানানন্দ রায়, অমিত মান্না, জগদীশ শাসমল প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে এক বিক্ষোভ সভায় সভাপতি ফণীবাবু বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিপুল ট্যাক্সের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোপণ্য অগ্নিমূল্যে বিক্রি হচ্ছে। ট্যাক্সের বোঝা সরকারগুলি কমালে জনসাধারণ অনেকটা রেহাই পেতেন। কিন্তু তা না করে রাজ্য সরকার ওই অজুহাতে ফের বাসের ভাড়া বাড়ালেন। যা শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। অবিলম্বে সরকার ওই পথ থেকে বিরত না হলে মোটর ভ্যানসহ সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী, অসংগঠিত শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। কর্মসূচী উপলক্ষ্যে হাসপাতাল মোড় থেকে এক মিছিল জেলাশাসকের অফিসের গেট পর্যন্ত গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাশাপাশি এক বিক্ষোভসভা সংগঠিত করা হয়।

স্লুইস গেট নির্মাণে নিম্ন মানের সামগ্রী, মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ আর কিছুদিনের মধ্যে বর্ষা নামবে। আর তার জেরে বন্যার কবলে পড়ার আশঙ্কায় ভুগছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার হাউর পঞ্চায়েতের সাহাড়দা, মার্কন্ডপুর, কুমরপুর ও জগন্নাথচক এলাকার কয়েক হাজার অধিবাসী। আতঙ্কিত কারণ, বন্যা প্রতিরোধের জন্যে এই এলাকায় ক্ষিরাই নদীর উপরে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে স্লুইস গেট নির্মাণ হচ্ছে তা জল নিকাশির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাপের থেকে ছোট বলে দাবি করেছেন এলাকার অধিবাসীরা। অভিযোগ, স্লুইস গেট নির্মাণ কাজে নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিবাদে রাজ্যের সেচ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র ও সেচ দফতরের স্থানীয় মহকুমা শাসক অভিনব মজুমদারের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন এলাকার অধিবাসীরা। সাহাড়দার, মার্কন্ডপুর, কুমরপুর ও জগন্নাথচক এলাকার অধিবাসী ধনঞ্জয় ভুঁঞ্যা, মিলন পাল, দুলাল মান্না, বিকাশ মান্নারা জানিয়েছেন, রাজ্যের বিগত বাম সরকারের আমলেও বন্যা প্রতিরোধের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এখানে স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়েছিল। সেগুলো টেকেনি। ধনঞ্জয় ভুঁঞ্যা, মিলন পাল, দুলাল মান্না, বিকাশ মান্নারা অভিযোগ করেছেন, সেই আমলেও প্রয়োজনের থেকে ছোট মাপের হওয়ায় এবং নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহারের ফলেই সেই স্লুইস গেটগুলি ভেঙ্গে যায়। স্থানীয় মৃত্যুঞ্জয়, দুলাল মান্নারা জানিয়েছেন, গত বছর বর্ষায় বন্যার পরে ফের এই এলাকায় নতুন করে স্লুইস গেট নির্মাণ করার কথা জানান রাজ্যের তৎকালীন সেচ মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। এনারা জানিয়েছেন, ঘোষণা মত রাজ্যের সেচ দফতর এই কাজে বরাদ্দ করে ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার ২৬৬ টাকা। এই গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নির্মাণ কাজ সঠিক ভাবে হাচ্ছেনা বুঝতে পেরে তাঁরা কয়েকবার সেচ দফতর ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদে ডেপুটেশন দিলেও কোন কাজ হয়নি। এর মধ্যেই বর্ষা কাল এসে পড়ায় ফের বন্যার কবলে পড়ার আশঙ্কা তাদের গ্রাস করেছে বলে তাঁদের দাবি। এর থেকে বাঁচতে তাঁরা রাজ্যের নব নিযুক্ত সেচ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের সাথে দেখা করে সমস্যা সমাধানের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। এলাকাবাসীর ডেপুটেশন পাওয়ার পরেই সেচ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের সাথে দেখা করে সমস্যা সমাধানের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। এলাকাবাসীর ডেপুটেশন পাওয়ার পরেই সেচ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার সেচ দফতরের আধিকারিক অভিনব মজুমদারকে অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সোমবার একই দাবি জানিয়ে, সেচ দফতরের এসডিও অভিনব মজুমদারের সাথে দেখা করেন এলাকার অধিবাসীরা। হাউর পঞ্চায়েতের সাহাড়দা, মার্কন্ডপুর, কুমরপুর ও জগন্নাথচকের অধিবাসীদের সাথে আলোচনায় বসার কথা স্বীকার করলেও ডেপুটেশন হয়নি বলে জানিয়েছে সেচ দফতরের এসডিও অভিনব মজুমদার। তিনি জানিয়েছেন, স্থানীয় মানুষ কিছু সমস্যার আশঙ্কা করছেন। আমরা সেই আশঙ্কা দূর করতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

আলোকিতকরণের কাজের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ পাঁশকুড়ার গোঁসাইবেড় বাজারে আলোকিতকরণের কাজের উদ্বোধন হল। বিধায়কের তহবিল ও কেশাপাট গ্রামপঞ্চায়েতের যৌথ সহায়তায় মোট ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই আলোকিতকরণ করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া বিধায়ক ফিরোজা বিবি, পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নন্দকুমার মিশ্র, কেশাপাট গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ সাঁতরা সহ বিশিষ্টরা। দিলীপবাবু জানান, গোঁসাইবেড় বাজার মূলত ফুলবাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর এই আলোকিতকরণের ফলে এই বাজারের গুরুত্ব যেমন বাড়ল, পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজনেরও এই উদ্যোগ অনেক উপকারে আসবে।

মদ খেয়ে বাড়িতে অশান্তি, মারধরে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের শ্যামচক এলাকায় রবিবার লোকজনের হাতে মারধর খেয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম কাশীনাথ জানা (৩৪)। স্থানীয়রা জানিয়েছে, মদ খেয়ে প্রায়ই বাড়িতে অশান্তি করত কাশীনাথ, রবিবার রাতেও মদ খেয়ে বাড়ি আসে। অশান্তি শুরু হয়। তার ভাই ও জামানবাবুরা তাকে বাড়ির মধ্যে হাত পা বেঁধে মারধর করে। মরধরের পর অচৈতন্য হয়ে পড়ে কাশীনাথ। সোমবার সকালে তার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার কথা জানাজানি হতে স্থানীয়রা বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দাসপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। সকালে বাড়ির লোকজন কাশীনাথকে ডাকাডাকি করে। কিন্তু কোনও সাড়া না মেলায় তাকে স্থানীয় একটি ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইলিশ পাতে জামাই বরণে আশাবাদী শ্বশুরবাড়ি

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র, দিঘা

মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তার পরেই জামাইষষ্ঠী। আর জামাইষষ্ঠীতে জামাইদের ইলিশ দিয়ে বরণ করতে মন চায় না এমন বাঙালি পরিবার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মৎসজীবীরা মনে করছেন সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সেই আশা পূরণ হবেই। কারণ গত দু'দিন ধরে বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। সাথে রয়েছে পূবালি হাওয়া। ইলিশ মাছ ধরার একেবারে আদর্শ আবহাওয়া তৈরি হয়ে রয়েছে। মাছের প্রজননের জন্য দুমাস গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ থাকার পর আগমী ১৬ জুন থেকে সরকারি অনুমতিও মিলবে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য। তাই মৎস্যজীবীরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে লেগে রয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকেই বাজারে ঢুকে পড়বে ইলিশ। তাই মনে করা হচ্ছে একেবারে জামাইষষ্ঠীতে ইলিশ দিয়েই জামাই বরণ করতে পারবেন শাশুড়িরা। পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা মোহনা, শঙ্করপুর, শৌলা, পেটুয়াঘাট সমস্ত এলাকাতেই নাওয়া-খাওয়া ভুলে মাছ ধরার ট্রলার প্রস্তুত করতে ব্যস্ত মৎসজীবীরা। ট্রলারের রঙ করা কিংবা ইলিশ মাছ ধরার জাল সারাই ইত্যাদি। ইতিমধ্যেই উপগ্রহ চিত্র দেখে মৎসজীবীরা জানতে পেরেছেন, ইলিশের ঝাঁক বঙ্গোপসাগরের মোহনার দিকে ঢুকে পড়েছে। ছোট ডিঙি নৌকায় চেপে যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা নদী, খাঁড়িতে মাছ ধরেন তাঁদের জালেও দু-চারটে ইলিশ ধরা পড়ছে। ফলে এবার আশাবাদী মৎসজীবীরা। গত বছরের মতোই প্রচুর ইলিশ মিলবে এবারও। সব মিলিয়ে জামাইষষ্ঠী এবার ইলিশে বরণ হবে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে বাঙালি পরিবারগুলিতে। শ্বশুর শাশুড়ি আর জামাইয়ের মতো বিবাহিত মেয়েরাও মাঝে মধ্যেই ইলিশের খোঁজ নিতে ঢুঁ মারছেন স্থানীয় মাছের বাজারগুলিতে। হাজার হোক জামাই আপ্যায়ণে ত্রুটি হলে তারও প্রেস্টিজের বারোটা বাজবে।

রাস্তায় টাকা কুড়াতে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ বন্ধুর অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। দানা বাঁধে রহস্যও। কোলাঘাটের মানোয়া সজনাগাছি এলাকার বাসিন্দা রতন মাঝি নামের এই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কোলাঘাটেতেই রতন মাঝির সাথে তাঁর বন্ধুর দেখা হয়। সেই বন্ধু জানান, তাঁর স্ত্রী খুব অসুস্থ। আরও জানা গেছে, সেই বন্ধুর মোটর সাইকেলে চেপে রতন ময়নায় যাচ্ছিলেন তাঁর সাথে দেখা করতে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, নন্দকুমার থানা এলাকায় ময়না সড়কের সাওতানচকের কাছে চক চাঁদপোতায় রাস্তার উপরে কিছু টাকা পড়ে থাকতে দেখে মোটরবাইক থেকে নেমে কুড়াতে যান। সেই সময় একটা ডাম্পার এসে রতনকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এর জেরেই রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান রতন। তবে তদন্তের প্রয়োজনে সেই বন্ধুর নাম বলতে রাজি হয়নি পুলিশ।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাঙ্কে আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর ঃ খড়গপুরের মালঞ্চ এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় রবিবার রাত ১০টা নাগাদ আগুন লাগে। দমকলের ২টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, সর্টসার্কিটের কারণে আগুন লাগে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। স্থানীয়রা ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। এরপর তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকলেও। খবর পেয়ে ব্যাঙ্কের কর্মীরাও হাজির হন। পরে দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মোটর সাইকেল চুরির অভিযাগে গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-৩ ব্লকের কালীনগর বাজার থেকে মোটর সাইকেল চুরির অভিযোগে উড়িষ্যার অধিবাসী এক যুবককে গ্রেফতার করল মারিশদা থানার পুলিশ। রবিবার রাতে অজয় দাস নামের এই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। জানা গেছে, গত ১ জুন মারিশদার কালিনগর বাজার থেকে অজয় সিং নামে এক ব্যক্তির মোটর সাইলেক চুরি যায়। ২ জুন অজয়বাবু মারিশদা থানার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে রবিবার রাতে পুলিশ ধৃতকে গ্রেফতার করে।

রোগ থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম ভীমচরণ বর (৭০) রামনগর থানার কাঠমতি গ্রামে। সোমবার সকালে স্থানীয় লোকেরা বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটি গাছে ঝুলতে দেখতে পেয়ে রামনগর থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।